অধ্যায় ৩. ভৈরব পৌরসভার বিবরণ

Description of Bhairab Pourashava

৩.১ ভৈরব পৌরসভার অবস্থান

Location of Bhairab Pourashava

অবস্থান ও সীমানাঃ ১২০২৯ টি পরিবার সম্বলিত **১,৩৪,৪৩২** জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভৈরব একটি উপজেলা সদর ও প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা। প্রাচীন এই পৌরসভাটি রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক পথে ৮৪ কিঃ মিঃ উত্তর পূর্বে অবস্থিত। ভৈরব ১৯৫৮ সালে পৌরসভা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৩.০৭ বর্গ কিঃ মিঃ বিস্তৃত মেঘনা নদীর উত্তর তীরে মেঘনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমস্থলে ভৈরব পৌরসভার অবস্থান। এটি দেশের প্রাচীন দ্বিতীয় নৌ-বন্দরও। পৌর এই শহরটির সাথে দেশের সব অঞ্চলের নৌ-সড়ক ও রেলপথে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সড়ক ও রেলপথ এই শহরের উপর দিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক, ঢাকা-কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক, ঢাকা-চট্রগ্রাম, ঢাকা-সিলেট এবং ঢাকা-ভৈরব-কিশোরগঞ্জ রেলপথ। এছাড়াও দেশের দুইটি বৃহত্তম সড়ক সেতু ও রেলসেতু এই পৌরসভায় অবস্থিত।

	সংখ্যা	শতকরা (%)
পুরুষ	৭৬,২০৭	৫১.৩৪
মহিলা	৭২,২২৯	৪৮.৬৬
মোট	১,৪৮,৪৩৬	১০০.০০

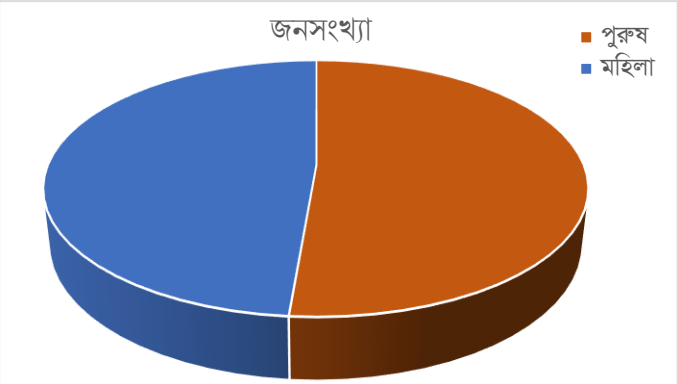

চিত্রঃ ভৈরব পৌরসভা ভবন

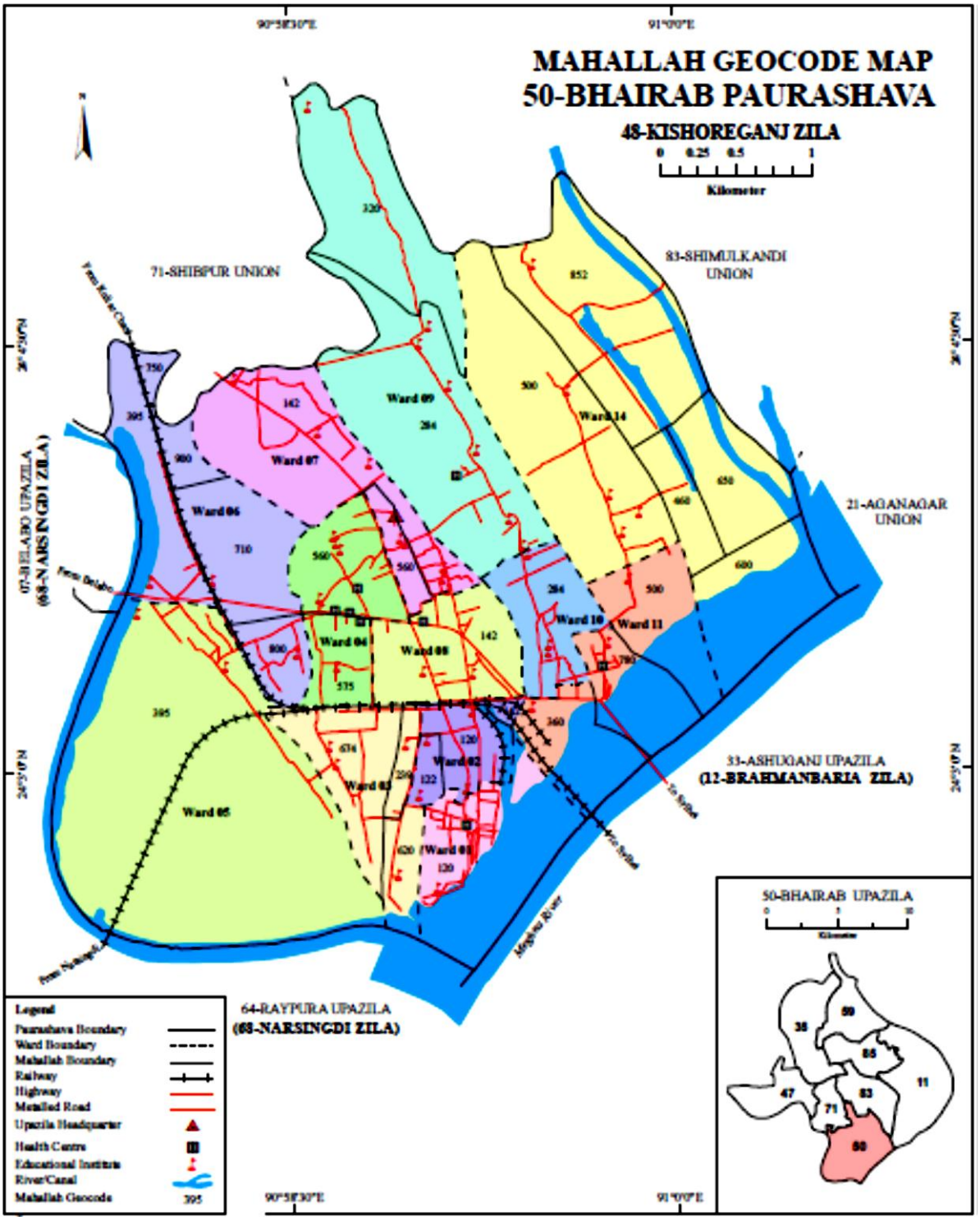

মানচিত্রঃ ভৈরব পৌরসভা

লোকসংখ্যাঃ ১২ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ভৈরব পৌরসভার বতমান মোট জনসংখ্যা ১,৪৮,৪৩৬ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৭৬,২০৭ জন এবং নারী ৭২,২২৯ জন। ২০১১ সালে আদম শুমারী অনুযায়ী ভৈরব পৌরসভার লোকসংখ্যা ছিল ১১৮,৩০০ জন। পুরুষ ৬০২৮৪ জন, নারী ৫৮৭০৮ জন, জন সংখ্যার ঘনত্ব বর্গকিলোমিটারে ৭৫৭৪ জন।

ভৌত অবকাঠামো, রাস্তা ও অন্যান্যঃ একবিংশ শতাব্দীর শহরাঞ্চলের অবকাঠামো ও ভৌত সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত গতিতে। ভৈরব পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো ও রাস্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও এ পর্যায়ে বর্তমানে যে অবকাঠামো রয়েছে তা হলো সড়ক মোট ৪৮.৪৫ কিঃ মিঃ [১১.১০ কিঃ মিঃ পীচ ঢালা (কার্পেটিং), ৬.১০ কিঃ মিঃ এইচবিবি এবং বাকী ১৯.৩৫ কিঃ মিঃ ঢালাই রাস্তা (সিসি)] ড্রেন মোট- ১৭.০৯ কিঃ মিঃ (২.৭৪ কিঃ মিঃ আরসিসি এবং ১৪.৩৫ কিঃ মিঃ ইটের গাথুনি)। ভৈরব

পৌরসভার মালিকাধীন বাজার রয়েছে ২টি, বাসটার্মিনাল ১টি, লঞ্চঘাট ১টি, যানবাহনের মধ্যে জীপ ১টি, আবর্জনা বহনকারী ট্রাক ৩টি, মটর সাইকেল ২টি, পৌর এলাকার মাত্র ১৫% জনগণের জন্য রয়েছে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, এছাড়াও ভৈরব পৌর এলাকায় যেসব অবকাঠামো রয়েছে তা হলো উপজেলা কমপেক্স ১টি, ভূমি অফিস ১টি, সাব রেজিষ্টার অফিস ১টি, থানা ৩টি, টাউন ফাঁড়ি (পুলিশ) ১টি, রেলওয়ে জংশন ১টি, বাসষ্ট্যান্ড ৩টি, খেয়াঘাট ৩টি, ফায়ার ষ্টেশন ২টি, পোষ্ট অফিস ৩টি, ডাকবাংলো ৩ টি, ষ্টেডিয়াম ১টি, অডিটরিয়াম ২টি, সিনেমা হল ২টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩৫টি, মসজিদ ৭৮টি, মন্দির ৫টি, গোরস্থান ৯টি, শ্মশান ২টি, ঈদগাহ ৭টি, এতিমখানা ২টি, প্রেসক্লাব ১টি, পাঠাগার ৪টি, হাসপাতাল ১টি, পশুহাসপাতাল ১টি, ক্লিনিক ৪টি, মাতৃসদন ১টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ১টি, পাবলিক টয়লেট ৫টি, পৌর নিউমার্কেট ১টি, কাঁচা বাজার ১টি, মাছের পাইকারী বাজার ১টি, গোহাটা ১টি, পাকা সেতু ১১টি, কালভার্ট ২৪টি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ ১টি, বাণিজ্যিক ব্যাংক ২১টি, জুটমিল ১টি, কোল্ড ষ্টোরেজ ২টি, ষ্টিল এন্ড গ্যালভানাইজিং প্লান্ট ১টি, লৌহ দূরীকরণ প্লান্ট ১টি, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট ১টি, সিলিকেট ফ্যাক্টরী ২টি, ওভার হেড ট্যাংক ১টি, জ্বালানী তেল ডিপো ৩টি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ২টি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ উপকেন্দ্র রয়েছে ১টি।

ভৈরব পৌরসভার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ ভৈরব পৌরসভা তার সময়োপযোগী উন্নয়ন চাহিদা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবনতার কথা বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে- শহরের বাকী সড়ক ও ড্রেনগুলোর উন্নয়ন সাধন, মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী পানি নিস্কাসন ব্যবস্থা, একটি ট্রাক টার্মিনাল, একটি কাঁচা বাজার, একটি কসাইখানা, পৌর এলাকার বস্তি ও স্যানিটেশন উন্নয়ন ও একটি সুপার মার্কেট নির্মাণ। এছাড়াও একটি ল্যান্ডফিল্ড সাইট নির্মাণসহ সড়ক বাতি স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। অধিকন্তু পৌরসভা শহরের যানবাহন সুচারুরূপে চলাচলের সুবিধার্থে একটি কার্যকরী বাইপাস সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে, যা অত্যন্ত আধুনিক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ। ভৈরববাসী মনে করে ভৈরব পৌরসভার উপরোক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভৈরব হবে একটি আধুনিক যুগোপযোগী শহর।

৩.২ ভূমির ব্যবহার

Land use

১৩.০৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ভৈরব পৌরসভার কিছু অংশে এখনও পতিত ও কৃষি জমি অধ্যুষিত। পৌর আবাসিক এলাকার ভিতর অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সংগঠন থেকে এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে যে অনেক মহল্লায় ড্রেন, সড়ক বাতি, নিরাপদ পানি সরবরাহ ইত্যাদি পর্যাপ্ত সুবিধা নেই। অন্য দিকে এসব মহল্লার বাইরে অধিকাংশই কৃষি জমি, পুকুর ও জলাশয় বিদ্যমান। ভৈরব পৌর এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মেঘনা নদীতে

বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ থাকার ফলে এখানে সাধারণত বন্যার পানি আসে না। ভৌগলিক কারনে ভৈরব পৌরসভায় সড়ক ও রেলপথে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। কিশোরগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর অন্যতম। সভ্যতার উত্তরণের ও পেশার বৈচিত্রের কারণে নগর জীবনের ক্রম বর্ধমান চাহিদা মেটানোর তাগিদ নিয়েই পৌরসভার পদযাত্রা। পৌর নাগরিকদের এমন কম দিকই আছে যার সংগে পৌরসভার সম্পর্ক নেই। নাগরিকদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে পৌর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে প্রয়াসী।

ভৈরব পৌরসভার জন্য এখনও চুড়ান্ত কোন ভূমি ব্যবহার ম্যাপ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে ব্যবহার ভিত্তিক অর্থাৎ আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প কারখানা, কৃষি, অফিস, দরিদ্র অধ্যুষিত এলাকা এলাকা, বিনোদন এলাকা, অব্যবহৃত ভূমি ইত্যাদি চিহ্নিত করে এর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন 'জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' (DTIDP)-এর আওতায় ভৈরব পৌরসভার মাস্টার প্লানের কাজ সম্পন্ন হলেও আশানুরুপ কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। পৌরসভার মাস্টার প্লান কর্তৃক প্রদত্ত পলিসি গুলো মেনেই বর্তমান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক একটি হালনাগাদ মহাপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই লক্ষ্যেই পৌরসভা নিজস্ব উদ্দ্যোগে কিছু কাজ সম্পন্ন করছে, যার আলোকে পিডিপি প্রস্তুত করা হয়।

প্রাথমিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান পৌর এলাকার ভূমি ব্যবহার নিম্নরূপঃ

টেবিল ৩.২.১ ঃ ভৈরব পৌরসভার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার সমূহ	এলাকা (বর্গ কি.মি.)	শতকরা হার (%)
আবাসিক এলাকা	৩.৬	২৭.৫৪
বাণিজ্যিক এলাকা	২.৯৭	২২.৭২
কৃষি এলাকা	১.৮২	১৩.৯৩
শিল্প এলাকা	১.৭১	১৩.০৮
যোগাযোগ	০.৭	৫.৩৬
জলাশয় এলাকা	১.৩৫	১০.৩৩
উন্মুক্ত স্থান	০.১	০.৭৭
শিক্ষা ও গবেষণা	০.১	০.৭৭
পৌর সেবা	০.১	০.৭৭
ধর্মীয় এলাকা	০.০৫	০.৩৮
অফিস এলাকা	০.৪৫	৩.৪৪
সংরক্ষিত এলাকা	০.১	০.৭৭
মিশ্র ব্যবহার	০.০১	০.০৮
কবর স্থান	০.০১	০.০৮
মোট	**১৩.০৭**	**১০০.০০**

উৎস ঃ বেইজ লাইন সার্ভে, ভৈরব পৌরসভা, ২০২২।

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় যে, বর্তমানে পৌরসভার মোট জমির ২৭.৫৪ শতাংশ আবাসিক হিসাবে হয়। তারপর আসে বানিজ্যিক ভূমি (৩০%)। ভূমি ব্যবহারের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে কৃষি। এরপর আছে শিল্প এলাকা ও অন্যান্য।

৩.৩ পৌরসভার বর্তমান সময়ে উদ্ভুত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও উদ্বেগ

Emerging Issues and Concerns in the recent time of the Pourashava

ভৈরব পৌরসভায় উন্নত শহুরে সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য নগরায়ন অতি দ্রুত হারে ঘটছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শহর ও গ্রাম উভয় অংশে পড়ছে। ভৈরব পৌরসভায় নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগজনকঃ

- ❖ পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা তথা আধুনিক মাস্টার প্লান প্রণয়ন
- ❖ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত বিষয়সমূহ মোকাবেলা
- ❖ নগর দারিদ্র তথা পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়ন

(ক) পৌরসভার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

সমগ্র শহরকে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কতকগুলি ভূমি ব্যবহার জোনে (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও অন্যান্য) ভাগ করা হবে। ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেয়ার সময় এই ভূমি ব্যবহার জোন অনুসরণ করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো শহরকে সুশৃঙ্খল ও পরিবেশ সম্মতভাবে গড়ে তোলা যাতে শহরের মানুষের স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ বসবাস নিশ্চিত করা যায়। সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ করে বন্যা ও জলাবদ্ধতা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হবে এবং বাসযোগ্য ও সুস্থ্য পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সরকারি বিধি বিধান ও নীতি কার্যকর করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বাসযোগ্য ও সুস্থ্য পরিবেশ বজায় রাখা। শহরের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ ও কার্যকর করা এবং বাইরের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করা। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো যাতে শহরের মানুষ সহজে শহরের মধ্যে চলাচল করতে পারে এবং বাহিরের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

এলজিইডির আওতায় জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে ভৈরব পৌরসভার মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু হবে। অত্র পিডিপির আওতায় স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হবে তা যাতে উক্ত মহা পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সে দিক বিবেচনা করে সাব-প্রজেক্ট নির্বাচন করা হয়েছে।

(খ) জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভুত বিষয়সমূহ মোকাবেলা

বিভিন্ন জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এখানে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হলেও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পরিমাপের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। এখানকার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, আয়রন, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও স্বল্প পরিমাণ লবণাক্ততা বিদ্যমান। গ্রীষ্ম মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করার ফলে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। পৌরসভার মধ্যে অসংখ্য খাল, নালা ও ডোবা আছে। উক্ত খালগুলি সংস্কার ও খনন করে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থার আউটফল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে শহরের নিম্নাঞ্চল গুলি তলিয়ে যায়। নিম্নাঞ্চল গুলিতে জরুরী ভিত্তিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে এলাকার জনসাধারণের দূর্ভোগ লাঘব করা যেতে পারে। ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলনে পানি নিষ্কাশনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ণের বিষয়ে সাব প্রজেক্ট প্রণয়ন কালে এসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। ভৈরব পৌরসভা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা এখানকার মাটি বেঁলে, দোআঁশ এবং উর্বর। ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান, পাট ও সরিষা সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসবজি উৎপাদিত হয়।

টেবিল ৩.৩.১ ঃ ভৈরব পৌরসভার গড় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা

মাসের নাম	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	তাপমাত্রা সর্বোচ্চ (°সে)	তাপমাত্রা সর্বনিম্ন (°সে)
জানুয়ারি	১০.০	২৪.৭	১১.৮
ফেব্রুয়ারি	২০.৫	২৭.১	১৪.১
মার্চ	৩৫.৮	৩১.০	১৮.৩
এপ্রিল	১২৮.৬	৩২.৩	২২.২
মে	৩৫৬.৯	৩১.৪	২৩.৬
জুন	৩৯৪.৩	৩১.৫	২৫.৫
জুলাই	৪৩৬.৩	৩১.১	২৫.৮
আগস্ট	৩১৮.১	৩১.৭	২৬.০
সেপ্টেম্বর	৩৩৫.৩	৩১.৫	২৫.৪
অক্টোবর	১৯০.৯	৩১.৫	২৩.৪
নভেম্বর	১৭.৫	২৯.৫	১৮.৪
ডিসেম্বর	৮.৭	২৬.৩	১৩.৩
মোট	**২,২৫২.৯০**	-	-

উৎস ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০২২।

(গ) নগর দারিদ্র তথা পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠির উন্নয়ন

আদমশুমারি ২০১১ এর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের গড় নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি। এ হিসেবে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সালে ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৯৮,৯৮২ জন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদনমূলক পার্ক, শিল্প পার্কসহ অন্যান্য পরিকল্পিত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেলে এই জনসংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে। ২০২২ সালে যেখানে ১,৩৪,৪৩২ জনসংখ্যার জন্য মৌলিক সেবার খুব সামান্যই পৌরসভা প্রদান করতে পারছে, সেখানে ২০৩৫ সালের বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য পৌর সেবা সুবিধা প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করতে হলে বড় ধরণের বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এজন্য একদিকে যেমন সম্পদ সংগ্রহ করার কার্যক্রম জরুরী; অন্যদিকে তেমনি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন। পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে পৌর এলাকায় বসতি গড়ে তোলা এবং নদী ভাঙ্গনজনিত কারনে পৌর এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশই দরিদ্র যার বিবরণ নিম্নের টেবিলে দেওয়া হল।

টেবিল ৩.৩.২ ঃ ভৈরব পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাসিক আয়ের চিত্র

শ্রেণী	মাসিক আয়	পরিবার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অতি দরিদ্র	৫০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	-	-
দরিদ্র	৫০০১ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	১,৫০০	১১.৯০
নিম্ন আয়	১০.০০১ থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	৭,০০০	৫৫.৫৬
মধ্য আয়	১৫,০০১ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়	২,৭০০	২১.৪৩
উচ্চ আয়	২০,০০০ টাকার উর্ধ্বে আয়	১,৪০০	১১.১১
	মোট	**১২,৬০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ পৌরসভা বেইজ লাইন সার্ভে, ২০২২।

আদম শুমারির তথ্য বিশ্লেষণে পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত (Sex Ratio) এর তথ্য চিত্র দেখা যায় যে যেখানে ২০১১ সালে এ অনুপাত ১০৪.১৩ সেখানে ২০৩৫ সালে এ অনুপাত ৯৯.৩৬। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভৈরব পৌর এলাকায় মহিলা জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। নদী ভাঙ্গনের কারণে ঐ সকল এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবন জীবিকার স্বার্থে ভৈরব পৌর এলাকায় এসে অবস্থান করেছে যার মধ্যে মহিলা জনসংখ্যার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যহারে বেশী। সে হিসেবে পিডিপিতে মহিলাদের সুযোগ সুবিধার বিষয়টিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩.৪ ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ন

Population trend and Urbanization of Netrakona Pourashava

ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যা ও এর বৃদ্ধির বিশ্লেষণ বেজলাইন সার্ভের তথ্য শুধুমাত্র একটি সোর্স থেকে পাওয়া তথ্য অবলম্বনে প্রস্তুত করা হয়েছে (ভৈরব পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ)। এটি হচ্ছে ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যের ভিত্তিতে ২০৪৫ পর্যন্ত সমন্বিত প্রজেক্টেড সংখ্যা।

বিবিএস ২০১১ সনের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৯%। অন্যদিকে এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্দির হার ২% এর উপর পর্যন্ত। এই বর্ধিত হারের প্রধান কারণ হচ্ছে ভৈরব পৌর এলাকায় সড়ক ও রেলপথে যাতায়াতের সুবিধা, বিভিন্ন প্রকার মাছ, বিভিন্ন প্রকার সবজি ও কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য।

আদমশুমারি ২০১১ এর তথ্য এবং তদানুযায়ী ২০৪৫ সালের সমন্বিত Projected জনসংখ্যার তথ্যাদির বিবরণী নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হ'লঃ

টেবিল ৩.৪.১ ঃ ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যার চিত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	জনসংখ্যা			
		আদম শুমারী ২০১১	২০১৫	২০২০	বৃদ্ধির হার (%)
১	পুরুষ জনসংখ্যা	৬০,২৮৪	৬৫,৭৬৭	৭১,৭৪৮	৯.০৯%
২	মহিলা জনসংখ্যা	৫৮,৭০৮	৬৪,৫৫০	৭০,৯৭৪	৯.৯৫%
৩	মোট জনসংখ্যা	১১৮,৯৯২	১,৩০,৩১৭	১,৪২,৭২২	৯.৫২%

সূত্র- বিবিএস ২০১১

৩.৫: ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ

Population Projection of Bhairab Pourashava

ভৈরব পৌরসভায় ১টি উৎস থেকে জনসংখ্যার উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেহেতু জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য বিশ্লেষণও শুধুমাত্র একটি উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। নিম্নোক্ত একটি ছকে বিদ্যমান জনসংখ্যা ও তা বৃদ্ধির হার অনুসরণে ২০২০, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫, ২০৪০, ২০৪৫ সালের ভৈরব পৌরসভার প্রক্ষেপিত (Projected) সম্ভাব্য জনসংখ্যা, পরিবারের গড় আকার ৪.৮৬ ধরে সম্ভাব্য জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং ভৈরব পৌরসভায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৩ % (পুরুষ ২.২% এবং নারী ২.৪%) অনুসারে ঐ বছর গুলোতে ভৈরব পৌরসভায় জনসংখ্যা কত হওয়া উচিৎ তার বিবরণ দেওয়া হল ঃ

টেবিল ৩.৫.১ ঃ ২০৪৫ সালের ভৈরব পৌরসভার জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ

পুরুষ জনসংখ্যা				মহিলা জনসংখ্যা				মোট জনসংখ্যা
সন	সংখ্যা	বৃদ্ধির হার	বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা	সন	সংখ্যা	বৃদ্ধির হার	বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা	
২০২০	৭৭,৩৪৬			২০২০	৭১,০৯০			১,৪৮,৪৩৬
২০২৫	৮৬,২৩৭		৮,৮৯১	২০২৫	৮০,০৪০		৮,৯৫০	১,৬৬,২৭৭
২০৩০	৯৬,১৪৯	২.২%	৯,৯১৩	২০৩০	৯০,১১৭	২.৪%	১০,০৭৭	১,৮৬,২৬৭
২০৩৫	১,০৭,২০২		১১,০৫২	২০৩৫	১,০১,৪৬৩		১১,৩৪৬	২,০৮,৬৬৫
২০৪০	১,১৯,৫২৪		১২,৩২৩	২০৪০	১,১৪,২৩৭		১২,৭৭৪	২,৩৩,৭৬১
২০৪৫	১,৩৩,২৬৩		১৩,৭৩৯	২০৪৫	১,২৮,৬২০		১৪,৩৮২	২,৬১,৮৮৩

জনসংখ্যা প্রক্ষেপণের সূত্র ঃ

$P_n = P_o * (1+r)^n$

Where, P_n = Projected Year Population
P_0 = Base Year Population
r = Population growth rate in %
n = Interval years

৩.৬: আর্থ-সামাজিক চিত্র

Socio Economic Profile

ভৈরব পৌরসভার সুনির্দিষ্ট দরিদ্র অধ্যুষিত এলাকা আছে, তবে বিক্ষিপ্তভাবে ক্লাস্টারে অনেক দরিদ্র পরিবার বসবাস করে। এ জন্য দারিদ্র্য নিরূপণ ও ম্যাপিং এর উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়নি, তবে দারিদ্র্য নিরূপণ ও কৌশল প্রণয়ন নির্দেশনা অনুসরণে ক্লাস্টার ভিত্তিক দারিদ্র্যের তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা বা Poverty Reduction Action Plan (PRAP) প্রণয়ণের জন্য আলাদা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত কর্মসূচীর আওতায় প্রণীত PRAP ভৈরব পৌরসভার পিডিপির সাথে সংযুক্ত করা হবে। তবে বেইজ লাইন সার্ভে থেকে দরিদ্র পরিবারের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

টেবিল ৩.৬.১ ঃ ভৈরব পৌরসভার দরিদ্র অধ্যুষিত এলাকার চিত্র

ক্রঃ নং	ওয়ার্ড নং	দরিদ্র অধ্যুষিত এলাকা/ক্লাষ্টারের নাম	এলাকার আয়তন (একর)	জমির মালিকানা	পরিবারের সংখ্যা	পেশা
০১	০১	মধ্য দক্ষিণ ঋষিপট্টি	২.০০	সরকারী ও ব্যক্তিগত	৩০০-৪০০	ক্ষুদ্র ব্যবসা, জুতা সেলাই, জেলে।
০২	০২	চান্দালিটিলাও মুশকিলার হাটি	১.৫০	সরকারী ও ব্যক্তিগত	১৮০-২০০	ফেরী ব্যবসা
০৩	০৩	পঞ্চবটি	২.৬০	রেলওয়ে ৫০-৬০ লিজ	৩০০-৩২০	শ্রমিক, ভ্যান রিক্সা চালক, কাঠমিস্ত্রী, শ্রমিক,
০৪	০৪, ০৬	আমলাপাড়া ও লক্ষীপুর	৩.০০	ব্যক্তিগত	৩০০	শ্রমিক
০৫	০৫	জগন্নাথপুর দক্ষিণপাড়া (গাইনহাটিসহ)	১.৫০	ব্যক্তিগত	২০০	শ্রমিক, জেলে
০৬	০৭, ০৮	কমলপুর গাছতলাঘাট ও বন্দেরহাটি	৩.০০	সরকারী ও ব্যক্তিগত	২৮০	দিনমজুর, ভ্যান গাড়ী চালক, বুয়া,
০৭	০৯	চন্ডিবের উত্তরপাড়া ও হাসপাতাল সংলগ্ন হিন্দুপাড়া	৪.০০	ব্যক্তিগত	২৮০	রিক্সা চালক, কুলি, বুয়া, ক্ষুদ্র ব্যবসা
০৮	১০	চন্ডিবের জেলেপাড়া ও পশ্চিমপাড়া	১.২০	ব্যক্তিগত	১৫০	শ্রমিক ক্ষদ্র ব্যবসা, বুয়া , মাছ ব্যবসায়ী
০৯	১১	পুলতাকান্দা ও কালিপুর বন্দেরহাটি	৩.০০	সরকারী ও ব্যক্তিগত	৩০০	সুইপার, ক্ষুদ্র ব্যবসা শ্রমিক
১০	১২	রামকৃষ্ণপুর মহেশপুর নয়াহাটি	২.০০	ব্যক্তিগত	২০০	ক্ষুদ্র ব্যবসা শ্রমিক, রিক্সা চালক

আবাসের ধরণঃ

টেবিল ৩.৬.২ ঃ ভৈরব পৌরসভার আবাসনের চিত্র

আবাসনের ধরণ	পাকা বাড়ী	আধাপাকা বাড়ী	কাঁচা বাড়ী
বসবাসকারী পরিবারের শতকরা হার	৩৫%	২৫%	৪০%

পেশার ধরণঃ

টেবিল ৩.৬.৩ ঃ ভৈরব পৌরসভার পেশাভিত্তিক পরিবার চিত্র

পেশা	পরিবারের সংখ্যা	পরিবারের শতকরা হার
কৃষি	৫,৮৮৮	৩০%
চাকুরী	১০,২০৬	৫২%
ব্যবসা ও অন্যান্য	৩,৫৩৩	১৮%
মোট	**১৯,৬২৭**	**১০০%**